রবীন্দ্রনাথ ও মুক্তমন

১

মুক্তমনার আর্কাইভ থেকে একটা পুরোনো আর্টিকল পেলাম। পড়তে বেশ মজা লাগল। বেশ উপভোগ করা গেল বালখিল্যদের ‘রবীন্দ্র-বিরোধ’। আমি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ও সেই সুবাদে যেসব বই থেকে লেখক তাঁর ‘তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন সেগুলি পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তাই কিছু বলতে ইচ্ছা করিঃ

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত

"Rabindranath discussed about this Hindu-Muslim issue during the census of 1819. He said, '**I was born in a Hindu family, but accepted Brahmo religion**. ... The religion we accepted is universal in nature; however, it is **basically the religion of the Hindus**. We accepted this universal religion with the heart of Hindus." [Probhatkumar Mukharjee, Rabindrajiboni O Rabindrashahityo Probeyshok, vol 3, 3rd ed., published by Biswa Bharati Publishing Division in Poush 1395, pp.364-365].

দয়া করে যদি লেখক জানাতেন ব্রাহ্ম বা হিন্দু হয়ে রবিবাবু কি এমন ফাঁসিযোগ্য অপরাধ করেছেন?

"Tapobon Bidyala (school), a ashram established to instill ancient hindu ideology, took the shade of hindutva. Tagore started to turn himself into a very devout hindu. Gradually, casteism-based aparthied, injunctions of Manu Sanghita, and Brahminic glorification crept into their way into the school environ. **Tagore decreed that a non-Brahmin teacher did not deserve salutation (pronam) from his Brahmin students. In a letter written to Manoranjan Banerjee in Agrahayan 19, 1309 Tagore clarified his position on the issue of salutation in these words, 'No non-hindu customs would be allowed into this school**; It is imperative that students express their respect to Brahmin professors by touching their feet (pronum) and utter namasker to non-Brahmin teachers as per the rules set aside by Manu Sanghita.' " [Satyendranath Roy, 'Rabindra Manoney Hindu Dharma', The Desh, Autumn issue, 1905, p.305]

‘‘ ...ওখানে বর্ণাশ্রম প্রথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে- এ কথাও অকারণ

অতিশয়োক্তি। আশির দশকের গোড়ার দিকে আমার সাথে কালিপদ রায়ের আলাপ হয়েছিল .... উনি ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকেই সেখানকার ছাত্র।... একেবারে গোড়ার দিকে কিছু অভিভাবক এবং কিছু শিক্ষকের আপত্তিতে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা বাধ্য হয়েই আচার-ব্যবহারে বর্ণবিভেদকে মেনেছিলেন, কিন্তু সে অত্যন্ত অল্পসময়ের জন্য।

এটা তো স্বাভাবিক, কারণ, সময়টা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরু। সেই সময় প্রচলিত সামাজিক অনুশাসনকে রাতারাতি ভাঙা যায়নি।''

[অনিলেশ গোস্বামী, 'গুরুদেব না কবি রবীন্দ্রনাথ', দেশ, ২রা জুন, ২০০৩]

বিঃ দ্রঃ লেখক তাঁর কোটেশনে দেশ পত্রিকার সময়কাল লিখেছেন ১৯০৫, যখন এই পত্রিকার অস্তিত্বই ছিল না।

Tagore established Biswa Bharati to re-vitalize ancient "hindu customs" and ideology. In this effort, Hindi Bhavan (Building) was established in Shantiniketan on January 16 (sunday), 1938 (Magh 2, 1344). It is of no surprise that Tagore had very close friendship with Pundit Madonmohan Malabya -- a prominent leader of Kashi Hindu University and Hindu Mohashava.

হিন্দি ভবন তো হিন্দি ভাষা শিক্ষার কেন্দ্র, যেমন চীন ভবন চিনা, নিপ্পন ভবন জাপানী ও কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবন জর্মান ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র। এর সাথে মালব্য বা হিন্দু মহাসভার সম্পর্ক কোথায়?

When asked about the usefulness of Hindu Mohashava, Tagore said that he considered this movement more important than a mere political undertaking. 'Hindus would have to unite if they want to remain alive and not remain downtrodden for ever in the human society.'
[From an interview with Tagore by journalist Mrinalkanti Bose in response to a statement by Modanmohan Malabya, Rabindra-Proshongo/Anandabazar Patrika, 1993, edited by Chittaranjan Banerjee, vol 1, pp. 259-260].

আপনি হিন্দুদের একত্র হবার মধ্যে দোষের কি দেখেন? রবীন্দ্রনাথ এই একতার পিছনে যে কার্যকারণ দেখতেন তার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। একথা ভুললে বোধহয় ভুল হবে যে রবীন্দ্রনাথ সেই সময়কার একজন ব্রাহ্ম-হিন্দু

নেতাও ছিলেন, যিনি হিন্দু সমাজকে মধ্যযুগীয় পাঁক থেকে বের করতে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ যেপথে হিন্দুদের একত্র করে সংস্কারব্রতী হয় রবীন্দ্রনাথও সেভাবেই হিন্দু সমাজকে একত্র করার কথা বলেন। হিন্দু মহাসভা তখনও তার সাম্প্রদায়িক নখদন্ত বিকাশ করেনি ও এই সংগঠন তখনও পর্যন্ত সমাজের উন্নতিকল্পেই কাজ করত। তাই তাদের সম্পর্কে বলে রবীন্দ্রনাথও কোনো দোষ করেননি।

অহংকার করছি না, তবে একটা কথা বলতে চাই আজ পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না, তার জন্য রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুখী কার্যকলাপই দায়ী।

এর পরের চিঠিতে লেখকের অন্যান্য অভিযোগের জাবাব দেবো।